জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী কনভেনশন এবং বাংলাদেশের শিশু

‘যাদের কথা শোনা হয়নি তাদের কথা শোনা’- এবার স্বপ্নবঞ্চিত শিশুদের কথা শোনা হবে জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী-বিষয়ক কনভেনশনের এডহক কমিটির সপ্তম মিটিংয়ে। বাংলাদেশ থেকে অংশ নিচ্ছে রুবেল ও নাজমা।

লিখেছেন... **জব্বার হোসেন ও হাসান মূর্তাজা**

ক’দিন আগেও রুবেলের জীবন ছিল অন্যরকম। জন্মগতভাবে তার পা দুটো ছোট-বড়। এজন্য বস্তির ছেলেরা তাকে খেপাত। হাঁটাচলায় অসুবিধা বলে সে স্কুলে যেত না। তার দিন কাটত বাবার সঙ্গে রিকশা গ্যারেজে মেরামতির কাজ করে। জীবনের সুন্দর স্বপ্নগুলো রুবেলের জন্য দূর স্বপ্নই ছিল। সেই দুঃসহ দিন বদলে গেল একদিন। এক আত্মীয় তাকে নিয়ে আসে সিএসআইডিতে (CSID : Centre for Services and Information on Disabiliy) প্রতিবন্ধী মূলত কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে এই বেসরকারি সংস্থাটি। সিএসআইডির সহযোগিতায় স্কুলে ভর্তি হয় রুবেল। হাঁটাচলার সুবিধার্থে তাকে দেয়া হলো ক্র্যাচ। রিকশা গ্যারেজের পরিশ্রমী কাজ ছেড়ে বাবার সঙ্গে সে চায়ের দোকান দিল। তহবিল যোগাল সিএসআইডি। স্কুলে কিংবা বস্তির ছেলেমেয়েরাও এখন তাকে আর খেপায় না। সিএসআইডি আয়োজিত পথ নাটক দেখে তারা জেনেছে, রুবেলের শারীরিক সমস্যা থাকলে সে আসলে তাদের মতোই স্বাভাবিক শিশু।

কিশোরী নাজমার জীবনের গল্পটাও অনেকটা রুবেলের মতোই। তিন বছর বয়সে পোলিও আক্রান্ত হয়ে নাজমার একটা পা অকেজো হয়ে যায়। রিকশা চালক বাবা এবং গৃহপরিচারিকা মায়ের সন্তান নাজমা। শারীরিক প্রতিবন্ধী মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর কোনো প্রয়োজনীয়তাই তারা দেখতে পায়নি। ঘরেই শুয়ে বসে সময় কাটত নাজমার। একদিন তাদের মহল্লায় আসেন ইউসেপ (UCEP : Underprivileged Children`s Educational Programs) স্কুলের আপারা। বড় বোনের সূত্র ধরে আপাদের সঙ্গে পরিচয় হয় নাজমার। এরপরের ঘটনা গল্পের মতো। নাজমা ভর্তি হলো ইউসেপ স্কুলে। অষ্টম শ্রেণী পাসের পর এবার সে কারিগরি স্কুলে। সে সেলাই শিখছে। ইতিমধ্যেই সে থ্রি পিসে জরি-চুমকি বসানোর কাজ করছে। নাজমার স্বপ্ন, বড় হয়ে সে সেলাইর দোকান দেবে। সেই দোকানে কাজ করবে তার মতো আরো অনেক প্রতিবন্ধী শিশু।

রুবেল কিংবা নাজমার সংখ্যা বিশ্বজুড়ে নেহাত কম নয়। তারা প্রতিবন্ধী এবং শিশু। শারীরিক অক্ষমতার কারণে তাদের জীবন সাধারণ আর দশটা শিশুর থেকে আলাদা। সামাজিক নিগ্রহে তাদের বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা। তারা বঞ্চনার শিকার ঘরে এবং বাইরে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক অধিকার বঞ্চিত। সামাজিকভাবে হেয়। বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী শিশুদের ন্যায্য

নাজমা ও রুবেল : জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী দুই বাংলাদেশী শিশু

অধিকারের কথা বলতে নিউইয়র্কে যাচ্ছে নাজমা ও রুবেল। তারা সেখানে সারা বিশ্বের অধিকার বঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিনিধিত্ব করবে। ওদের সঙ্গে থাকবে চীন এবং ইংল্যান্ড থেকে আসা আরো চারটি প্রতিবন্ধী শিশু।

বিশ্বে ৬০ কোটি মানুষ বিভিন্ন মাত্রা ও ধরনের প্রতিবন্ধিত্বের শিকার যা মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর দাবি ছিল তাদের প্রতি করুণা নয়, তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। জাতিসংঘের যে মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র, সেখানে মানুষ হিসেবে প্রতিবন্দীদের অধিকার সংরক্ষণ করা হলেও তার বাস্তবায়নের প্রসঙ্গটি পরিষ্কারভাবে আসেনি। প্রতিবন্ধী মানুষের দাবি ছিল, প্রতিবন্ধীদের অধিকারকে বিশেষ আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে। অবশেষে ২০০১ সালে জাতিসংঘ গঠন করে একটি এডহক কমিটি। কমিটির কাজ হবে বিভিন্ন সরকার, এনজিও এবং প্রতিবন্ধী মানুষের সঙ্গে কথা বলে একটি খসড়া কনভেনশন প্রস্তুত করা। সেই লক্ষ্যে বছরে দু'বার এডহক কমিটির নিয়োগকৃত একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ বৈঠক করছে। এ বছর কমিটির ৭ম বৈঠক। ১৬ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি। অক্টোবরে অনুরূপ আরেকটি বৈঠক হবে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনে। এরপর চূড়ান্ত করা হবে খসড়া কনভেনশন। রুবেল এবং নাজমা যাচ্ছে এই বৈঠকে প্রতিবন্ধী শিশুদের পক্ষে কথা বলতে, তাদের অসুবিধা এবং দাবি তুলে ধরতে।

এই কনভেনশন অবশ্য মানবাধিকারের কোনো নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করবে না। বর্তমানে মানবাধিকার চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকার অধিকারই প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য। সমস্যা অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। প্রতিবন্ধী মানুষেরা পৃথিবীর প্রায় সব প্রান্তেই অধিকার বঞ্চিত সামাজিক ক্ষেত্রে, পারিবারিক ক্ষেত্রে এমনকি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যাপারেও। বিভিন্ন দেশের সরকার প্রতিবন্ধী নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উদাসীন। এমনকি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার লংঘনের ব্যাপারটি চুক্তি দেখভালকারী সংস্থাগুলোও বিশেষ আমলে নেয় না। কাজেই সরকারকে প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে আরো দায়িত্বশীল হতে চাপ দেয়ার জন্য প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি বিশেষ কনভেনশনের প্রয়োজন দেখা দেয়। জাতিসংঘের চলমান আলোচনা সেই কনভেনশনকে ঘিরেই।

রুবেল এবং নাজমার গল্প সাফল্যের। কিন্তু সমাজে এমন অনেক রুবেল এবং নাজমা রয়েছে যাদের অধিকার লংঘিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রতিবন্ধী শিশু হিসেবে তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের অধিকার হরণের কথা, কনভেনশন নিয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রসঙ্গটি কেন গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়গুলো তাদের বক্তব্যে উঠে আসবে। রুবেল যেমন বলেছে, 'আমরা শুধু প্রতিবন্ধী না, আমরা মানুষ।' মানুষ হিসেবে নিজেদের অধিকারের দাবি তুলবে রুবেল-নাজমারা

কনভেনশনে প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার

সমাজে এমনিতেই প্রতিবন্ধী মানুষদের অবস্থান দুর্বল। শিশুদের অবস্থান আরো দুর্বল। কেননা সবদিক দিয়েই অন্যের ওপর নির্ভরশীল এবং বয়স কম হওয়ায় বঞ্চনার শিকার হয় তারাই সবচেয়ে বেশি। এজন্য দেখা যায়, প্রতিবন্ধী শিশুরা স্কুলে পড়ার সুযোগ কিংবা স্বাস্থ্যসেবা পায় না, শারীরিক এবং মানসিকভাবে নিগৃহীত হয় এবং নিপীড়নের প্রতিকারও করতে পারে না। কাজেই জাতিসংঘের খসড়া কনভেনশনে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিশু অধিকারের প্রসঙ্গটি আলোচিত হচ্ছে।

কিন্তু এ পর্যন্ত খসড়া কনভেনশনে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার প্রসঙ্গটিই বড় হয়ে এসেছে। অন্যান্য অধিকার প্রসঙ্গ যেমন- পারিবারিক জীবন, সমাজে অংশগ্রহণ, খেলাধুলার সুযোগ, তথ্য জানার সুযোগ, নির্যাতন থেকে সুরক্ষার মতো অধিকারসমূহ অনালোচিতই থেকেছে।

গত অক্টোবরে এডহক কমিটির বৈঠকে প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রতিবন্ধী শিশুরা নিজেদের সমস্যার কথা নিজেরাই ভালো বলতে পারবে- মূলত এ ধরনের ভাবনা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এবং ঠিক হয় বাংলাদেশ, চীন এবং ইংল্যান্ডের ছয়টি শিশু ১৬ জানুয়ারি ২০০৬ এডহক কমিটির ৭ম বৈঠকে উদ্বোধনী দিনে নিজেদের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা নিজ মুখে জানাবে। জাতিসংঘে শিশুদের উপস্থাপনের কাজটি করছে সেভ দি চিলড্রেন অ্যালায়েন্স।

প্রতিবন্ধী শিশু এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫.৬ শতাংশ। এই প্রতিবন্ধী মানুষের প্রায় সাড়ে ৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু। এই বিপুলসংখ্যক প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকারের প্রশ্নটি আমাদের সমাজে এক রকম অনুচ্চারিত থেকেছে এতোকাল। সরকারিভাবে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রসঙ্গটি সঠিকভাবে আলোচিত হয়নি। সম্প্রতি সরকারি চাকরিতে প্রতিবন্ধীদের কোটার ব্যবস্থা করা হলেও বৃহত্তর পরিসরে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত।কাজেই জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী বিষয়ক কনভেনশনে বাংলাদেশের অবস্থানটি জোরালো হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে

‘এটা একটা প্রতীকী যাত্রা। এরা দুজন ৭০ লাখ শিশুর প্রতিনিধিত্ব করবে।’

খন্দকার জহুরুল আলম
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, নির্বাহী পরিচালক, সিএসআইডি

সাপ্তাহিক ২০০০ : প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আপনারা কীভাবে কাজ করেন?

খন্দকার জহুরুল আলম : আমরা মূলত তিনটি ধাপে কাজ করি। ধাপগুলো হচ্ছে গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ এবং সামাজিক পুনর্বাসন। প্রতিবন্ধীদের সমস্যাগুলো কীভাবে বিস্তার লাভ করছে এবং সমাধানের উপায় কী, সেসব বিষয়ে আমরা গবেষণা করি। প্রতিবন্ধী বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করি। এই তথ্য সংগ্রহে শুধু স্থানীয় নয়, আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কও আমাদের সঙ্গে কাজ করে। আরেকটি বিষয় হলো সামাজিক পুনর্বাসন। প্রতিবন্ধীদের বিচ্ছিন্ন না করে কীভাবে সমাজে পুনর্বাসন করা যায় সেটাও আমাদের কাজের অংশ।

২০০০ : আপনারা তো প্রতিবন্ধী পথশিশুদের নিয়েও কাজ করেন। পথশিশুদের মূল সমস্যা কী?

খন্দকার : আসল সমস্যা হলো আমাদের অজ্ঞতা, অশিক্ষা। প্রতিবন্ধী পথশিশুদের পরিবারও কখনো কখনো তাদের অবস্থার উন্নয়নে বাধা। অনেক দরিদ্র পরিবারে দেখেছি, বাবা হয়তো বাচ্চাকে দিয়ে ভিক্ষা করায়। সে ক্ষেত্রে শিশুটি তাদের আয়ের উৎস। তারা চায় না শিশুটি স্কুলে যাক। এমন অনেক ঘটনা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি।

২০০০ : সে ক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকা?

খন্দকার : আমরা তখন কমিউনিটি সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করি। বোঝাতে চেষ্টা করি, এই শিশুটিরও অধিকার আছে শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সেবা পাবার। পাশাপাশি শিশুটি যাতে কাজ ও পড়াশোনা দুটোই চালিয়ে নিতে পারে সেদিকে নজর দেই। আমরা মনে করি, এক দিনে পথশিশুদের অবস্থার উন্নতি হবে না। তাদের সচেতন করতে হবে, সেই সঙ্গে সচেতন হতে হবে আমাদেরও।

২০০০ : সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনারা কী করবেন?

খন্দকার : আমরা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, সুশীল সমাজ, মিডিয়া- সবাইকে নিয়ে সচেতনতার একটা প্লাটফর্ম তৈরি করতে চাচ্ছি। আমাদের প্রতিবন্ধী পথশিশুরাও সচেতনতার এই প্লাটফর্মে কাজ করছে। থিয়েটারের মাধ্যমে তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরা হচ্ছে মানুষের সামনে। এতে করে জনসচেতনতা বাড়ছে। থিয়েটারের মাধ্যমে জনসচেতনতার এ ধারাটা কাজ দিচ্ছে। আমরা তা ধরে রাখতে চাই।

২০০০ : নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী কনভেনশনে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশী শিশুরা অংশ নিচ্ছে। প্রতিবন্ধী কনভেনশনে প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বলবেন?

খন্দকার : জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী কনভেনশন অনেক পরিশ্রমের ফসল। আশির দশক থেকেই আমাদের দাবি ছিল এই কনভেনশনের। আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবন্ধী দশক গিয়েছে, প্রতিবন্ধী বছর গিয়েছে। কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর এ ধরনের কনভেনশনের আয়োজন এটাই প্রথম এবং সম্মেলন হিসেবে সপ্তম। আর এই কনভেনশনে শিশুদের অংশগ্রহণও এবারই প্রথম। সিএসআইডি (CSID) থেকে রুবেল এবং ইউসেপ বাংলাদেশ থেকে নাজমা- এই দুই প্রতিবন্ধী শিশু সম্মেলনে অংশ নিচ্ছে। সেখানে তারা তাদের সমস্যার কথা বলবে, সম্ভাবনার কথা বলবে। নাজমা এবং রুবেল দুজনই এখন রঙিন দিনের স্বপ্ন দেখে। তাদের চোখে হতাশা নেই, আছে নতুন দিনের সম্ভাবনা। সিএসআইডি এবং ইউসেপ তাদের কাজের পাশাপাশি শিক্ষার সুযোগও দিয়েছে। এই দুজন দেশের প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিনিধিত্ব করবে। গত ২১-২২ ডিসেম্বর ঢাকায় ৬টি বিভাগের ২১ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে তাদের নানা সমস্যার কথা উঠে আসে। মূলত তাদের সেই সমস্যাগুলোই থাকবে প্রতিবন্ধী সম্মেলনে। আমি মনে করি, এটা একটা প্রতীকী যাত্রা। এরা দুজন ৭০ লাখ শিশুর প্রতিনিধিত্ব করবে।

২০০০ : প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে আপনারা কাজ করছেন। এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহায়তা পাচ্ছেন কোথা থেকে?

খন্দকার : আমরা জাতীয় পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে সেভ দ্য চিলড্রেন (সুইডেন-ডেনমার্ক) এবং এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের সহায়তা পেয়েছি। আর কনভেনশনে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সেভ দ্য চিলড্রেন সহায়তা করছে।

কাজ করছে এমন বেশকটি এনজিও কর্মকর্তার অভিযোগ, বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী শিশু অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে তেমন কোনো সমন্বিত উদ্যোগ নিচ্ছে না। এমনকি এডহক কমিটির বৈঠকে উপস্থাপনের মতো পর্যাপ্ত হোমওয়ার্কও সরকারিভাবে করা হয়নি।

খসড়া কনভেনশনে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রতিবন্ধী শিশুদের দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য সেভ দি চিলড্রেন (সুইডেন-ডেনমার্ক) অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতায় ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে একটি জাতীয় কর্মশালার

পথনাটকের মাধ্যমে জনসচেতনতার প্রয়াস

আয়োজন করা হয়। এতে পুরো দেশ থেকে ২১ জন প্রতিবন্ধী শিশু অংশগ্রহণ করে। সকলের আলোচনা থেকে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের বেশ কিছু সমস্যার কথা বেরিয়ে আসে। পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় নানাবিধ সমস্যার কথা আলোচনায় স্থান পায়। যেমন:

১. পরিবার এবং সমাজে অবহেলা বৈষম্য : পরিবারে সমান সুযোগ না পাওয়া। অসুস্থ অবস্থায় কারো সাহায্য না পাওয়া। সামাজিক এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণে বাধা।

২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৈষম্য : প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতো সমান সুযোগ সুবিধা পায় না। মূলধারার স্কুলগুলোতে তাদের ভর্তি নেয়া হয় না। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুদের সহায়ক যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে।

৩. নির্যাতনের শিকার : পরিবারের সদস্য এবং দুষ্কৃতকারীদের হাতে প্রতিবন্ধী শিশুরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়।

৪. সমান সুযোগ সুবিধা না পাওয়া : খেলার মাঠে কিংবা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুরা অংশগ্রহণের সমান সুযোগ পায় না।

৫. স্বাস্থ্যসেবায় অবহেলা : ভুল চিকিৎসা, অপর্যাপ্ত চিকিৎসা।

৬. জীবিকার সমস্যা : প্রতিবন্ধীদের পক্ষে চাকরি কিংবা জীবিকার ব্যবস্থা করাটা অনেকক্ষেত্রেই কষ্টসাধ্য।

৭. হীনম্মন্যতা : প্রতিবন্ধী শিশুরা সামাজিকভাবে নিজেদের হীন মনে করে। সমাজ ব্যবস্থার কারণে তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতার জন্ম নেয়।

৮. বদনাম এবং কুসংস্কার : অনেক সময় দেখা যায়, কুসংস্কার এবং বদনামের কারণে পিতামাতার প্রতিবন্ধী শিশুটিকে ঘরের বাইরে বের হতে দেয় না। কিংবা পাড়া-মহল্লায় শিশুটিকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়।

জাতীয় কর্মশালায় এমন হাজারো সমস্যার কথা উঠে আসে প্রতিবন্ধী শিশুদের মুখ থেকেই। সেই সমস্যাগুলোর বিচার বিশ্লেষণ করে সমাধানের পথ নির্দেশনাও দেয়া হয় সেই কর্মশালায় :

(১) সচেতনতা এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি : কর্মশালায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সচেতনতা বাড়লে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এছাড়া প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাসূচিতে প্রতিবন্ধিত্বের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

(২) বাধা দূর করা : প্রতিবন্ধী শিশুদের চলাচল নিশ্চিন্ত করার জন্য অফিস আদালত এবং জনাকীর্ণ স্থানসমূহ সংস্কার। বাস, ট্রাক, রেলে প্রতিবন্ধীদের ওঠানামার সুব্যবস্থা এবং আসন সংরক্ষণ। প্রতিবন্ধী শিশুদের বিনোদনের জন্য খেলার মাঠ, পার্ক, চিড়িয়াখানা এবং এমিউজমেন্ট পার্ক নির্মাণ। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য টাকা ও মুদ্রার আকৃতি পরিবর্তন। প্রতিবন্ধীদের সহায়তার জন্য পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।

প্রতিবন্ধী শিশুদেরও রয়েছে শিক্ষার অধিকার

(৩) শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণ : শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেন শিক্ষকেরা শ্রেণীকক্ষে প্রতিবন্ধীদের বিশেষ নজর দিতে পারে। এছাড়া কারিকুলামে পরিবর্তন সরকারি স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুদের নিবন্ধনের সুযোগ, তাদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা, লিখিত পরীক্ষায় অতিরিক্ত সময় দানের সুপারিশও করা হয়।

(৪) জীবিকার নিরাপত্তা : কলকারখানায় এবং অফিস আদালতে প্রতিবন্ধীদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। যথাযথ বেতন, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা, পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ও নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) আইনের আশ্রয় : প্রতিবন্ধীদের জন্য যুগোপযোগী আইন এবং নীতিমালা তৈরি। শারীরিক নিগ্রহ, যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ প্রয়োজন।

(৬) চিকিৎসা সেবা লাভ : প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করতে হবে। চিকিৎসা লাভের প্রক্রিয়া সহজতর এবং বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী চিকিৎসাক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

রুবেল এবং নাজমার গল্প সাফল্যের। কিন্তু সমাজে এমন অনেক রুবেল এবং নাজমা রয়েছে যাদের অধিকার লংঘিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই ঘটছে এই ঘটনা। রুবেল এবং নাজমা আসন্ন বৈঠকে তাদের কথাই তুলে ধরবে।

প্রতিবন্ধী শিশু হিসেবে তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের অধিকার হরণের কথা, কনভেনশন নিয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রসঙ্গটি কেন গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়গুলো তাদের বক্তব্যে উঠে আসবে। রুবেল যেমন বলেছে, 'আমরা শুধু প্রতিবন্ধী না, আমরা মানুষ।' মানুষ হিসেবে নিজেদের অধিকারের দাবি তুলবে রুবেল-নাজমারা।

সুখবর! সুখবর! ভর্তি চলছে

ঢাকা টোকিও জাপানীজ ল্যাংগুয়েজ একাডেমী

আপনি কি জাপানীজ ভাষা শিখতে চান? আপনি কি জাপানে student ভিসায় যেতে ইচ্ছুক?
আপনি কি জাপানে কর্মসংস্থান করতে ইচ্ছুক? আসুন তাহলে যোগাযোগ করুন।

Principal : Mr. Yamaguchi Kozo (Japanese) ঠিকানা : হাউজ # ১৩/১, রোড # ১৩ কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৯০০০১৪৫, মোবাইল : ০১৭৫-০৩৯৪০০, ০১৭৫-৩১৭৬১৯